কে এই মা

পশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মায়ের নামে বইখানি মাকেই নিবেদন করি

সূচীপত্র

ভূমিকা

স্বল্প কালের মধ্যেই আবার বইখানির পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হলো, এও মায়েরই দয়াতে। মায়ের কথা যত বেশি প্রচারিত হয় ততই ভাল, সেটা মায়ের তরফে নয়, আমাদেরই তরফে। আমরা মাকে যতই চিনব ততই নিজেদের অহংকারকে ছাড়তে পারব। তিনি তো এ-মা নয়, সে-মা নয়, সব মায়ের উপরকার জগজ্জননী মা। তিনিই ইনি, ইনিই তিনি। আমরা যে কিছুই না, তিনিই সব, আমাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে ও বিচিত্রভাবে তিনিই যে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছেন, এইটুকুই আগে বোঝা দরকার। তাই মাকে একটু ভালো ক'রে চেনবার চেষ্টা করতে হবে। স্বয়ং ভগবানই যে হয়েছেন শক্তিরূপিনী মা, এ-কথা বাঙালী একদিন ভালো করেই জানত, আবার তা নতুন ক'রে জানা দরকার হয়েছে।

এই বইখানি লিখতে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, শ্রীমতী লিজেল রেমোঁ, শ্রীঅনির্বাণ, সিদ্ধেশ্বর বন্দোপাধ্যায় ও তাঁর সহধর্মিণী এবং শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে। কেবল কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এঁদের ঋণ শোধ করা যাবে না। সেকথা এখানে স্বীকার করি।

কে এই মা?

যিনি মা, যিনি জগন্মাতা তাঁর সম্বন্ধে বই লেখার ধৃষ্টতা আমার কেমন করে হলো?

পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী এই মাকে চোখে না দেখেই দূর থেকে তাঁর কথা জেনে এই বইখানি প্রথম লিখি। কেবল এইটুকুই অন্তরে জেনেছিলাম যে তিনি অসাধারণ কেউ, তিনি অভূতপূর্বা, আর স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ইনি স্বয়ং জগন্মাতা, আমাদের মধ্যে নতুন চেতনা দেবার কাজে অবতীর্ণা। এই জেনেই লিখতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে মাকে না দেখেও লেখা সম্ভব, যদি তাঁর সেই আশীর্বাদ থাকে। ভগবানকে না দেখেও তাঁর সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেকে অনেক কথা লিখেছে, এবং তিনি তাদের সেই ধৃষ্টতা ক্ষমা করেছেন। সেই ভরসাতেই এ বইখানি প্রথম লিখেছিলাম। ভাগ্যক্রমে এর তিনটি সংস্করণ পরে পরে নিঃশেষিত হয়ে গেল। অতঃপর একাধিক বার মাকে দর্শন করবার ও তাঁর চরণস্পর্শ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাতে এইটুকু বুঝেছি যে আমি তাঁর সম্বন্ধে যতটা যা ধারণা ও কল্পনা করতে পেরেছিলাম, মা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। তাঁর কথা পুরোপুরি ভাবে লেখা সম্ভব নয়, সামান্য মাত্রই লেখা যায়। তবে আমি মাকে জানবার ও জানাবার আগ্রহে সাধ্যমত যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি তাই এখন সকলের কাছে নিবেদন করছি।

আমি সাধারণেরই দলের লোক। মায়ের সম্বন্ধে অতি সাধারণভাবে দুটো সাধারণ কথাই মাত্র বলতে পারি। কিন্তু এখনকার এই ঘোর দুর্দিনে আমাদের সকলেরই পক্ষে সেটুকুও জেনে রাখা বড়োই

দরকার। মানুষ যখন কোনো দিক থেকেই কোনো রকমের আশা-ভরসা পাচ্ছে না, তখন যে এই মা-ই চিরন্তন আশাভরসার একমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপা মূর্ত প্রতীক হয়ে আমাদের মধ্যে স্বয়ং এসে উপস্থিত রয়েছেন, আর নিত্যই এক সুনিশ্চিত আশার বাণী শুনিয়ে তাকে সফল ক'রে তোলবার জন্যে অক্লান্তভাবে এখানে কাজ ক'রে যাচ্ছেন, আপাতত এটুকু সকলে জানতে পারলে তাতেও যথেষ্ট কাজ হবে। মাকে সম্পূর্ণভাবে জানা এবং জানানো আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি তার কেবল একটু গোড়াপত্তনই করতে চেয়েছি। মাকে তেমন ক'রে জানতে এবং জানাতে হলে অনেক বেশি সাধনার দরকার, অনেক বেশি জ্ঞানদীপ্তি থাকার দরকার। আছেন অবশ্য এমন অনেকে, যাঁরা মায়ের সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই বলতে পারেন ও বলেছেন। যাঁরা এর চেয়ে আরো বেশি কিছু জানতে চাইবেন তাঁরা সেই সব মহাজনের লেখা সংগ্রহ ক'রে পড়বেন। তার আগে তাঁর প্রথম পরিচয়টা সাধারণ সহজ কথায় শুনে রাখাই ভালো।

কে এই মা ? এক কথায় তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বলতে গেলেই হয়তো একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে বসবো। তার চেয়ে কেমন করে আমি মাকে প্রথমে জানতে পারলাম, আগে সেই ব্যক্তিগত কাহিনী থেকেই শুরু করি।

মায়ের কথা লিখতে বসে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা লেখা হয়তো উচিত হচ্ছে না। কিন্তু দিলীপকুমারের গাওয়া একটি গানে শুনেছি, তিনি বল্লেছেন,

"কে তোমারে জানতে পারে
মাগো, তুমি না জানালে পরে ?"

বাস্তবিক তিনি কেমন করে নিজেই আমাকে চেনালেন, শুধু সেই গল্পটাই এখানে বলছি।

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এই মায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি কোনো কিছুই জানতাম না। শ্রীঅরবিন্দকে অবশ্য ছেলেবেলা থেকেই চিনতাম। ছেলেবেলায় তাঁকে দেখেছি, তিনি দেশের কাজ ছেড়ে চলে যাওয়াতে কতরকম মন্তব্যও প্রকাশ করেছি। তারপর বহুকাল থেকে তাঁর যোগসাধনা সম্বন্ধে অনেক রকমের কথাই শুনে আসছি, একজন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলে তাঁকে বরাবরই ভক্তি ক'রে আসছি। তবে ঐ পর্যন্ত। এর চেয়ে বেশি গভীরভাবে তাঁর সম্বন্ধে কিছু ভেবে দেখবার সুযোগ হয়নি। তিনি যে এতকাল পর্যন্ত পণ্ডিচেরীতে একান্তে বসে আমাদের জন্যে কোন কাজে লিপ্ত আছেন তার সন্ধান নেবার বিশেষ কৌতূহল হয়নি।

এতকাল বরাবর আপন মনে নিজের করণীয় কাজ ক'রে যাচ্ছিলাম, আমার জীবনের মধ্যে বিশেষ কিছুই গোলমাল ছিল না। কিন্তু এই পরিণত বয়সে কয়েক বছর আগে হঠাৎ আমার গর্ভধারিণী মা দেহরক্ষা করলেন। তারপর থেকেই আমার জীবনে নানারকম গণ্ডগোল বাধলো। আমার শরীরে ও মনে বহু রকমের বিপত্তির সৃষ্টি হতে লাগল, প্রবল ঝড়ঝাপ্‌টার ভিতর দিয়ে আমার প্রাত্যহিক জীবনের দিনগুলি কষ্টে কাটতে লাগল। যখন নিতান্তই অসহ্য হয়ে উঠেছে, শরীরও যেন ভেঙে পড়ছে আর মনও হতাশ হয়ে উঠছে, তখন একদিন ভাবলাম, যাক্‌গে আমি হাল ছেড়ে দিচ্ছি, ভগবানের যা খুশি তাই হোক। নিতান্ত বেকায়দায় পড়ে ভগবানের কথা এই আমার প্রথম স্মরণে এল। এর আগে ভগবান সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ছিল না, এখন থেকে সেই প্রশ্ন সর্বদাই মনে জাগতে থাকল। কিছু ইঙ্গিতও পেলাম, সান্ত্বনাও পেলাম।

এরপর থেকে উপর্যুপরি যেন আকস্মিকভাবেই কয়েকটা ব্যাপার ঘটতে দেখা গেল। একদিন রামকৃষ্ণ মিশন থেকে এক সাধু এলেন